ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্র

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরী/২০১৬ খ্রিঃ।

প্রথমপক্ষ	দ্বিতীয়পক্ষ
পরিচালক হজ অফিস আশকোনা, এয়ারপোর্ট ঢাকা। (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে)	স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/পরিচালক/চেয়ারম্যান --- --- ---

২০১৬ (১৪৩৭ হিজরী) সনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের জন্য সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা সহজ, সুশৃংখল ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত পক্ষদ্বয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরী/২০১৬ খ্রিঃ এর আলোকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করার জন্য সম্মত হয়েছে ।

১. ২০১৬ খ্রিঃ/১৪৩৭ হিজরী সনে সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী প্রতি সরকারের ২য় প্যাকেজের সমান সুযোগ সুবিধায় ধার্যকৃত মোট ব্যয় ৩,০৪,৯০৩.১৮ (তিন লক্ষ চার হাজার নয়শত তিন পয়সা আঠার) টাকার নিম্নে দ্বিতীয়পক্ষ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না এবং এজেন্সী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে এর নিম্নে কোন অর্থ আদায় করবে না; এর ব্যত্যয় ঘটলে চুক্তি ভঙ্গ ছাড়াও ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে।

২. দ্বিতীয়পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুসারে প্রত্যেক হজযাত্রী ও হজ এজেন্সি পৃথক পৃথকভাবে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত শর্তাবলী সম্বলিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে। উক্ত চুক্তিপত্রের একটি কপিসহ আনুষঙ্গিক সকল কাগজপত্র হজ অফিস কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে একটি কপি হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা বরাবর দাখিল করবে। দ্বিতীয়পক্ষ প্রত্যেক হজযাত্রীর সাথে এজেন্সীর সম্পাদিত চুক্তির হজযাত্রীর কপিটি আরবীতে অনুবাদসহ সৌদি আরবে সংগে রাখার পরামর্শ দিবে যা প্রশাসনিক দলের সদস্য কর্তৃক বাড়ী পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রদর্শনযোগ্য হবে।

৩. দ্বিতীয়পক্ষ ও হজযাত্রীর মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়পক্ষ হজযাত্রীর নিকট হতে কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না।

৪. ঘোষিত হজ প্যাকেজ-২০১৬/১৪৩৭ হিজরী অনুসারে ৩০,৭৫২.০০(ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা জমা করে প্রাক-নিবন্ধন (Pre-registration) সম্পন্ন করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা আগামী ৩০.০৫.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে এজেন্সীর নির্ধারিত ব্যাংকে জমা করতে হবে ।

৫. দ্বিতীয়পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ-২০১৬ খ্রিঃ/১৪৩৭ হিজরী অনুসারে হজের ব্যয় বাবদ অর্থ হজে গমনেচ্ছু আবেদনকারীদের নিকট হতে সরাসরি অফিসিয়াল রশিদমূলে গ্রহণ করবে অথবা প্রদেয় অর্থ হজযাত্রী দ্বিতীয়পক্ষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করবেন বা ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করবেন এবং রশিদ, জমা স্লিপ ও ডিডি/পে-অর্ডারের ফটোকপি চুক্তির সংলাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে ।

৬. দ্বিতীয়পক্ষ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য (ক) আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের (এমআরপি)মাধ্যমে হজযাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা (খ) সৌদি আরবের ভিসার ব্যবস্থা (গ) মক্কায় কাবা শরীফ ও মদীনায় মসজিদে নববী থেকে নির্ধারিত দূরত্বের তাসরিয়াযুক্ত/তাসনিফযুক্ত বাড়ি/হোটেল আবাসনের ব্যবস্থা করবে। মক্কায় হারাম শরীফ থেকে ২ কিঃ মিঃ দূরে আবাসন হলে পরিবহনের ব্যবস্থা করে হজযাত্রীদের হারাম শরীফে আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে (ঘ) কমপক্ষে বিমানের সাধারণ শ্রেণীতে সৌদি আরবে আসা-যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা (ঙ) মক্কা/জেদ্দা এবং মদীনায় রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান জায়গায় ১ টি খাট, ১ টি বিছানা, ১ টি বালিশ ও ১ টি কম্বল সংস্থানের ব্যবস্থা (চ) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের সংস্থান (ছ) সর্বোচ্চ ৫/৬ জনের জন্য ১টি গোসলখানা/টয়লেট (জ) প্রতি বাড়িতে পর্যাপ্ত সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা (ঝ) বাড়ির প্রতি ফ্লোরে এক বা একাধিক ফ্রিজের ব্যবস্থা, (ঞ) মীনায় তাঁবুতে হজযাত্রী প্রতি ১ টি বিছানা, ১ টি বালিশ ও ১টি কম্বলসহ ১ বর্গ মিটার জায়গার ব্যবস্থা (ট) সৌদি আরবের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত খাবার সরবরাহ ও ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তির মাধ্যমে কুরবানীর ব্যবস্থা করবে (ঠ) কুরবানী নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এ অর্থ জমা করে জমা রশিদ/Money Receipt প্রত্যেক হজযাত্রীকে দিতে হবে (ঢ) তাঁদেরকে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৭. দ্বিতীয়পক্ষ হজযাত্রী সংগ্রহের লক্ষ্যে কোন দালাল/কাফেলা লীডার/ গ্রুপ লিডার নিয়োগ দিতে বা তাদের মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিকট হতে কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। তবে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করত: প্রতিনিধি/গাইড নিয়োগ করতে পারবে ।

৮. দ্বিতীয়পক্ষ PID প্রাপ্তির পূর্বে তার এজেন্সীর মাধ্যমে গমণেচ্ছু হজযাত্রীগণের বিপরীতে সমুদয় টাকা জমা হওয়ার স্বপক্ষে ব্যাংক সনদ হজ অফিস, ঢাকা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর ব্যাংক সনদের অনুলিপি দাখিল করবে।

দ্বিতীয়পক্ষ সৌদি মনিটরি এজেন্সী (SAMA) এর নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত স্থানীয় ব্যাংকে হিসাব নম্বর খুলবে। হজযাত্রী কর্তৃক দ্বিতীয়পক্ষকে প্রদানকৃত অর্থের মধ্যে সৌদি আরবে স্থানান্তরতব্য টাকা ই-সিস্টেমে IBAN এর মাধ্যমে সৌদি আরবে প্রেরণ করবে।

৯. দ্বিতীয়পক্ষ তার এজেন্সীর শুধুমাত্র PID প্রাপ্ত হজযাত্রীগনের তথ্য MoFA-তে প্রেরণসহ ভিসা লজমেন্ট করবে। দ্বিতীয়পক্ষ কত সংখ্যক হজযাত্রী কোন তারিখে কোন এয়ারলাইন্স-এর কত নম্বর ফ্লাইটে সৌদি আরবে যাবেন এবং হজ শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা ও বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা, সৌদি আরবকে ফ্লাইট শুরুর অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে (তবে সৌদিয়া ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর সিডিউলের ভিত্তিতে এ সময় কম/বেশী হতে পারে) এজেন্সির প্যাডে লিখিতভাবে দাখিল করতে বাধ্য থাকবে। 'হাব' বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১০. দ্বিতীয় পক্ষ সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজে গমনেচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা, নামের তালিকাসহ আনুষাঙ্গিক তথ্যাদি ও কাগজপত্র হজ অফিস, ঢাকা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট দাখিল করতে বাধ্য থাকবে।

১১. দ্বিতীয়পক্ষ হজের আহ্কাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন Civic Sense, ওয়াসরুমসহ বাড়ির আধুনিক ফিটিংস ব্যবহার বিষয়ে হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক হজযাত্রীকে ব্যাগেজরুলের কপি সরবরাহ করবে।

১২. দ্বিতীয়পক্ষ সৌদি আরবের বিধি-বিধান অনুসরণে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কা/জেদ্দা ও মদীনাতে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং কাগজপত্র বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা ও হজ অফিস,ঢাকায় দাখিল করবে। মক্কা আল মোকাররমা থেকে মদিনা আল মোনাওয়ারায় গমনের জন্য সকল হজ্জযাত্রীর মদিনায় আবাসন চুক্তির বিবরণী অন লাইনে থাকতে হবে। উক্ত বিবরণ অন লাইনে না পাওয়া গেলে কোন হজ্জযাত্রীকে মক্কা আল মোকাররমা থেকে মদিনা আল মোনাওয়ারায় প্রেরণ করা সম্ভব হবে না।

১৩. রাজকীয় সৌদি সরকারের হজ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসারে দ্বিতীয়পক্ষ কোন অবস্থাতেই তাসরিয়া/তাসনিফ বিহীন কোন বাড়ি/হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। যে বাড়ি বা হোটেলের বিপরীতে বারকোড সংগ্রহ করা হবে সেই বাড়ি/হোটেলেই হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ি/হোটেলে সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। বাড়ি/হোটেলের মান ও প্রদেয় সুবিধা সরকারি ব্যবস্থাপনার চেয়ে নিম্নতর হবে না ।

১৪. সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যাটারিং কোম্পানীর মাধ্যমে হজযাত্রীদের খাবার সরবরাহ করতে হবে ।

১৫. সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার তথ্য এবং ফ্লাইট ইনফরমেশন অনলাইনে হজক্যাম্পে অবস্থিত আইটি ফার্মকে আবশ্যিকভাবে সরবরাহ করতে হবে। বাড়ি/হোটেল ভাড়ার তথ্য প্রদান করা না হলে জেদ্দাস্থ ইমিগ্রেশন অতিক্রম করা যাবে না ।

১৬. হজযাত্রীদের মক্কা/জেদ্দা ও মদিনায় পৌঁছার পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হজযাত্রীদের পাসপোর্ট নম্বর, নাম ও ঠিকানা, মক্কা/জেদ্দা মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ একটি তালিকা দ্বিতীয়পক্ষ বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা মদিনা-তে দাখিল করবে।

১৭. দ্বিতীয়পক্ষ মক্কা/জেদ্দা ও মদীনায় যে বাড়ী বা হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করবে তার সঠিক ঠিকানা হজ প্রশাসনিক দলের দলনেতা এবং কাউন্সিলার(হজ) মক্কা/জেদ্দা এবং হজ অফিসার মদীনাকে প্রদান করবেন। দ্বিতীয়পক্ষ সৌদি আরবস্থ তার প্রতিনিধির সৌদি আরবে সচল মোবাইল নম্বর সরবরাহ করবেন। প্রশাসনিক দল দ্বিতীয়পক্ষের হজযাত্রীদের মক্কা/জেদ্দা ও মদীনায় আবাসন,খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করবেন। তদুপরি অভিযোগ পাওয়া গেলে তা কোন কর্মকর্তা বা কমিটি দ্বারা তদন্ত করাবেন। দ্বিতীয়পক্ষ এই সকল কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে।

১৮. দ্বিতীয়পক্ষ কোন ক্রমেই একটি ফ্লাইটে ০৩ (তিন) মোয়াল্লেমের বেশী হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে একাধিক এজেন্সী হলে ঐ এজেন্সীর কমপক্ষে ৪৫ জনের গ্রুপে ০১ জন গাইড/গ্রুপ লিডার হিসাবে নির্দিষ্ট থাকতে হবে। বাংলাদেশ হতে বিমান/উড়োজাহাজ যোগে সরাসরি মদিনায় হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে মদিনায় পৌছানোর নূন্যতম ১২ ঘন্টা আগে ফ্লাইট নম্বর, হজযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি মদিনার বিমান বন্দরস্থ আদিল্লা অফিস,তরিক হিজরাস্থ আদিল্লা অফিস ও বাংলাদেশ হজ অফিস, মদিনায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে। হাব, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এয়ারলাইন্স বিষয়টি সমন্বয় করবে।

১৯. মদিনা আল মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে হজযাত্রীদের অবশ্যই ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্ত নামাজ আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

২০. দ্বিতীয়পক্ষ অন্য কোন হজ এজেন্সির হজযাত্রীকে তার নিজস্ব পরিচয়ে ও তত্ত্বাবধানে হজ্জে নিতে পারবে না। দ্বিতীয়পক্ষ কমপক্ষে ১৫০ জন হজযাত্রী প্রেরনের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবেন। ১৫০ জনের নিম্নে হজযাত্রী প্রেরন করতে পারবে না।

২১. দ্বিতীয়পক্ষ হজযাত্রীদের বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সৌদি আরবে তাঁদের সংগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। হজযাত্রীদেরকে সৌদি আরবে পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবে না। তবে অনিবার্য কারণে হজযাত্রী রেখে সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন হলে হজ এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধি হজ অফিসকে লিখিতভাবে জানিয়ে মিশনের সম্মতিক্রমে তা করতে পারেন ।

২২. দ্বিতীয়পক্ষ ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া গ্রুপ লীডারদের মাধ্যমে কোন হজযাত্রীকে হজক্যাম্পে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা সম্বলিত আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের নিয়ে আসবেন। তবে সবোর্চ্চ ০৩ (তিন) দিনের বেশী তার এজেন্সীর সম্মানীত হজযাত্রীগণকে হজক্যাম্পে অবস্থানের জন্য রাখতে পারবে না।

২৩. সরকার নির্ধারিত পন্থায় সিটি চেক ইন-এ দ্বিতীয় পক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

২৪. দ্বিতীয়পক্ষ হজযাত্রীদের জন্য বা এজেন্সি প্রতিনিধির জন্য সরকার নির্ধারিত ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

২৫. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৬. সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলবে, এমন কোন আচরণ করবে না যাতে সৌদি আরবে বাংলাদেশের

ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় ।

২৭. দ্বিতীয়পক্ষ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে ।

২৮. প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের আবেদনসমূহ/(পিআইডি) প্রক্রিয়াকরণ, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা, তাঁদের জন্য হজ ফ্লাইটের ব্যবস্থা, তাঁদের হজক্যাম্পে আবাসন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সৌদি আরবে ও হজক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে ।

২৯. প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের হজযাত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের প্রতিনিধির সৌদি ভিসা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সহায়তা, সৌদি আইন-কানুন ও দৈব-দুর্বিপাক সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় ও সৌদি আরবে দুর্ঘটনায় পতিত (যদি থাকেন) হজযাত্রীদের আইনী সহায়তা, গুরুতর অসুস্থ হজযাত্রীদের বাংলাদেশে প্রেরণে সহায়তা, সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীদের দাফনের কাজে সহায়তা, আপৎকালীণ সাহায্য, হারানো হজযাত্রীদের সঠিক ঠিকানায় পৌছাতে সহায়তা, সৌদি আরবে বাড়ী ভাড়া করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং দ্বিতীয়পক্ষের হজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩০. দ্বিতীয়পক্ষ তার হজ এজেন্সির মাধ্যমে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য সৌদি আরবে প্রেরীত সকল হজযাত্রীকে হজ শেষে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করানো নিশ্চিত করবে। যদি প্রথমপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সৌদি আরবে কর্মসংস্থান অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে থেকে যাওয়ার জন্য হজযাত্রীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফেরত আনেনি তবে দ্বিতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৭ হি:/২০১৬ খ্রি: এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ প্রচলিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩১. দ্বিতীয়পক্ষ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৭ হি:/২০১৬ খ্রি: এর সকল বিধি-বিধান, হজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত রাজকীয় সৌদি সরকারের বিদ্যমান আদেশাবলী ও ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। শর্তাবলী ভঙ্গ করলে নীতিমালায় বর্ণিত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান ছাড়াও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

৩২. বাংলাদেশ সরকারের সাথে ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হিজরী সনের হজ সম্পর্কিত সম্পাদিত চুক্তি ও উহার পরিশিষ্টসমূহ এবং রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা/নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হবে তা এই চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

স্বাক্ষর (প্রথমপক্ষ)

নাম ঃ

পদবী ঃ

(সীলমোহর)

স্বাক্ষর (দ্বিতীয়পক্ষ)

নাম ঃ

পদবী ঃ

(সীলমোহর)

সাক্ষী

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর ও সীলমোহর
০১.			
০২.			
০৩.			